

আমাদের ড. ইউনুস এখন কোথায়?

নাঈমুল ইসলাম খান:

২২ জানুয়ারি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে! বিগত সংসদগুলোতে দেশের অর্ধেক মানুষকে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। তবুও নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজনের কাজ একদিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে বর্জনকারী রাজনৈতিক দলগুলো ২২ জানুয়ারি নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য লক্ষ্য নিয়ে কঠিন কর্মসূচি নিয়ে এগুচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতরা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বিদেশি ও দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারীরা একতরফা নির্বাচনের ব্যাপারে হতাশা ও অনগ্রহ প্রকাশ করছেন প্রকাশ্যে এবং সুস্পষ্টভাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক উপদেষ্টাও একতরফা নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন এবং দুই রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি পৃথকভাবে দৌড়ঝাঁপ করছেন সমাধানের সোনার হরিণ ধরতে। দেশের সুশীল সমাজের মানুষও বক্তব্য ও বিবৃতি দিচ্ছেন। এই চরম অনিশ্চয়তা, হতাশা, উদ্বেগ আর অশান্তির দ্বারপ্রান্তে কিছুই বলছেন না, কিছু করছেন আমরা সে রকম লক্ষ্য করছি না, সদ্য নোবেল বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনুস।

১৩ অক্টোবর যখন ড. ইউনুস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন ঘোষণা আমরা শুনলাম, বাংলাদেশের মানুষের জন্য অভাবনীয় আনন্দের সংবাদে পর ড. মুহম্মদ ইউনুসের কাছে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বহুগুণ বেড়ে যায়। তিনিও রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে বিভিন্ন বক্তব্য, প্রস্তাব ইত্যাদি দিতে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক অচলাবস্থার সংঘাত এবং সংকটময় বিশেষ সময়গুলোতে আমরা লক্ষ্য করি তিনি হয় দেশে নেই অথবা কিছু বলছেন না। সংবাদপত্রের পাতা দেখলেই এ চিত্র পাওয়া যায়।

ড. মুহম্মদ ইউনুস এ পর্যন্ত যখন যেটুকু বলেছেন তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল সমস্যার বিবেচনাবর্জিত, অগভীর এবং ছেলেমানুষি বক্তব্যের মতো। কখনো সেগুলো ছিল পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, কখনো ছিল অপরিণামদর্শী।

আজ অভূতপূর্ব ও চরম অনিশ্চয়তার এই সময় তিনি দেশেই আছেন ভূমিকাহীন, ভাবলেশহীনভাবে— এ কেমন কথা হতে পারে? তিনি কেন স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার গভীর বিবেচনা বিশেষণ করে কিছু বলবেন না? তিনি কেন কোনো কিছু সংগঠিত করার চেষ্টা করবেন না? তাকে কেন আমরা সক্রিয় সচেষ্ট দেখবো না?

বঙ্গভবনের সম্মাননা, নাগরিক সংবর্ধনা দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসার সময় বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলন কিংবা গোলটেবিল আর সেমিনার ছাড়া কেন তাকে প্রচেষ্টা নিতে দেখা যাবে না। কোন অধিকারে তিনি সৎ ও যোগ্যপ্রার্থীর আন্দোলনে মানুষকে আলোড়িত করে একতরফাভাবে সেই আন্দোলন পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন। কেন তিনি যে কোনো সুবিধাবাদী মানুষের মতো কেবল সময়-সুযোগমতো বলবেন। নরওয়ের টেলিনোরের সঙ্গে 'বুঝতে না পেরে' দুর্বল চুক্তি করে বাংলাদেশ থেকে শত শত কোটি টাকা আপনার ভাষায় সরিয়ে নিতে সুযোগ করে দেবেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে তীব্রভাবে সমালোচিত, নিন্দিত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে 'সবার কথা শুনবেন আবার কারো কথা শুনবেন না পরামর্শ দিয়ে কঠোর হাতে দেশ চালানোর যে বুদ্ধি আপনি প্রকাশ্যে দিলেন তার পরিণতি পর্যালোচনা করে সেটাও আপনার আরেকটি ভুল ছিল কি না, এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন তা জানার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে।

আমাদের ভৌগোলিক রাজনৈতিক বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসেও আর কোনো নাগরিক নোবেল পুরস্কারের মতো এতো বড় সম্মান একজীবনে এতো অসংখ্য পুরস্কার কেউ কখনো পায়নি। এমন নয় যে আপনি দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন না, তাই আপনার কাছে আমাদের চাওয়া- এই মুহূর্তে একটি সুস্পষ্ট, দৃঢ় এবং সংগঠিত উদ্যোগ। আমাদের দেশের যে অমিত সম্ভাবনার কথা আপনি বলেন সেটা বাংলাদেশের অগণন মানুষের প্রাণের কথা। আজ সেই সম্ভাবনা যেন সংকটের জটিল আবর্তে আবার হারিয়ে যেতে না পারে সেখানে আপনার ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি।

জানুয়ারি ১০, ২০০৭, বুধবার : পৌষ ২৭, ১৪১৩

আমাদের সময়